19-7-57

ভূপেন্দ্র মোহন সরকার প্রযোজিতঃ—

ছায়াপথ

কাহিনী, সংলাপ ও চিত্র-নাট্য :—**বিধায়ক ভট্টাচার্য্য**

পরিচালনা :—**গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়**

—আলোক চিত্র-শিল্পী—
শচীন দাসগুপ্ত

শব্দ-যন্ত্রী—পরিতোষ বসু

—সঙ্গীত-তত্ত্বাবধান—
নচিকেতা ঘোষ

—সঙ্গীত-পরিচালনা—
বুদ্ধদেব রায়

—গীতিকার—
৺অজয় ভট্টাচার্য্য
বটকৃষ্ণ দে
চারু মুখোপাধ্যায়

—কণ্ঠ সঙ্গীতে—
রবীন মজুমদার
আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়
গায়ত্রী বসু

—যন্ত্র-সঙ্গীতে—
ন্যাশনাল অর্কেষ্ট্রা

—রূপ-সজ্জায়—
সুধীর দত্ত

শিল্প-নির্দ্দেশক—নিশীথ সেন

—আলোক-নিয়ন্ত্রণ—
বিমল দাস

পট-শিল্পী—অমিতাভ বর্দ্ধন

—সম্পাদক—
সুকুমার মুখোপাধ্যায়

—রসায়নাগারিক—
জগবন্ধু বোস

ব্যবস্থাপক—শিবু মুখোঃ
ও বিধু ভূষণ ঘোষ

—সহকারীবৃন্দ—

—পরিচালনায়—
শান্তিরঞ্জন দে
রবীন্দ্র নাথ ঘোষ
বরেন্দ্র নাথ চট্টোঃ

—আলোক-চিত্রে—
দেবেন দে
ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

—শব্দ-যন্ত্রে—
সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
সমেন চট্টোপাধ্যায়
বিজন বোস।

—রূপ-সজ্জায়—
সুরেশ রায়, শঙ্কর গুঁই
সাজ-সজ্জায়
সন্তোষ।

—আলোক-নিয়ন্ত্রণে—
অনন্ত, হরি সিং, অজিত,
নবকুমার, শান্তি, নিরঞ্জন,
গোরাচাঁদ।

—সম্পাদনায়—
অমরেশ তালুকদার।
প্রধান কর্ম্মসচিব
পশুপতি কুণ্ডু।

—রসায়নাগারে—
প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা বসু,
মুকুন্দ পাল।

—স্থির-চিত্রে
অক্টো ফটো ষ্টুডিও।
ব্যবস্থাপনায়—বিধু ভূষণ ঘোষ।

—রূপায়ণে—

স্মৃতি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়,
জহর গাঙ্গুলী, পদ্মা দেবী, ছবি বিশ্বাস,

সন্তোষ সিংহ, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু,
দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর চট্টোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার।

কাহিনী

মতবৈষম্য দাম্পত্য জীবনের পক্ষে একটা অভিশাপ। এই অভিশাপ উভয়ের জীবনের ভিতরের সম্বন্ধকে তিক্ত করিয়াই তৃপ্ত হয় না—বাহিরের লৌকিক সম্পর্কটার মধ্যেও ফাটল ধরাইয়া ভবিষ্যতে এক বৃহত্তর ক্ষতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকে। প্রকাশবাবু ও কল্যাণীর জীবন-কাহিনী মূলতঃ তাহাই।

পাশ্চাত্য রীতি-নীতির উগ্র অনুগামী প্রকাশবাবুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে কল্যাণী তাহার দুই বৎসরের শিশুকন্যাকে স্বামীর কাছে একরকম ত্যাগ করিয়াই পিতৃগৃহে চলিয়া গিয়াছিলেন—আর ফিরিয়া আসেন নাই। উভয়েই ভাবিলেন সম্পর্ক চুকিয়া গেল—ভালই হইল; কিন্তু নিয়তি যে তাহাদের উভয়কেই এক অদৃশ্য ছায়াপথ—ধরিয়া টানিয়া আনিয়া এক নির্ম্মম পরিণতির দিকে ঠেলিয়া দিবার সব আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে—ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

ষোল বৎসর পর প্রকাশবাবু তাহার কন্যা **শীলাকে** লইয়া দার্জ্জিলিংএ বেড়াইতে আসিয়াছেন। দুই বৎসরের শিশু এখন অষ্টাদশী তরুণী। পিতার অভিভাবকত্বে **শীলা** বেশভূষায় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যরীতি-ধর্মী। প্রকাশবাবু কন্যার মনে তার মার সম্বন্ধে যাহাতে কোন প্রশ্ন না জাগে—সে ব্যবস্থা সারিয়া রাখিয়াছেন—শীলা জানে তার মা বাঁচিয়া নাই।

শিল্পী সুদর্শন রায়···একমনে ছবি আঁকে—গান গায়। ক্রমশঃ! শীলার সংগে তার পরিচয় হয়—এই পরিচয় ক্রমে নিবিড় ঘনিষ্ঠতার সুযোগে মূর্ত্ত হয় প্রেমে।

কন্যার ভবিষ্যত জীবনের কথা চিন্তা করিয়া প্রকাশবাবু একদিন শীলার অজান্তে সুদর্শনকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং ভবিষ্যতে যেন সুদর্শন আর কখনও শীলার সান্নিধ্যে না আসে সে সম্পর্কেও তাকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সুদর্শনের দুর্বল মন ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে; অজ্ঞান অবস্থায় সুদর্শনকে ডাঃ মিত্রের চেম্বারে পাঠানো হয়। ডাঃ মিত্র মনোবিজ্ঞানে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি সুদর্শনের সব দায়িত্ব তুলিয়া দেন তাহার একমাত্র কন্যা কল্যাণীর হাতে। কল্যাণীর পালিতা কন্যা ঝর্ণা তাহার সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়া সুদর্শনের সেবা করে।

শীলা সুদর্শনের সন্ধানে ডাঃ মিত্রের চেম্বারে উপস্থিত হয়। কল্যাণী আপন কন্যাকে চিনিতে পারে না—শীলাকে সুদর্শনের শয্যাপাশে দেখিয়া ও তাহাদের সম্ভাব্য পরিচিতির কথা আন্দাজ করিয়া ঝর্ণা বিচলিত হয়।

শেষ পর্য্যন্ত প্রকাশবাবুও শীলার খোঁজে ডাঃ মিত্রের চেম্বারে আসেন—কিন্তু এ কি ?... সম্মুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। দীর্ঘ ষোল বৎসর পর এই সাক্ষাৎ। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়া যাইতেই প্রকাশবাবু প্রশ্ন করেন "শীলা কোথায়—" কে শীলা ! কল্যাণী এইবার বুঝিতে পারে শীলা আর কেহ নয়—সেই দুই বৎসরের পরিত্যক্ত শিশুই আজ শীলা। কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অলক্ষ্য হইতে শীলা তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে পায়—তীব্র অভিমানে তার মন কাঁদিয়া ওঠে। প্রকাশবাবু একরকম জোর করিয়া শীলাকে লইয়া চলিয়া যান—তারপর—? মাতৃহারা শীলার মনে যে বিরাট শূন্যতা এতদিন সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া গিয়াছিল—এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাতৃস্নেহ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল—আজ সেই শূন্যতা ভরিয়া উঠিবে কি ? আর ঝর্ণা—? তার নীরব প্রেমের সমস্ত মাধুরী দিয়া যাহাকে সে সুস্থ করিয়া তোলার মরণপণ সংগ্রামে নিযুক্ত তাহার সেই কামনা কি ফলবতী হইবে—তার উত্তর কোথায়—? **পর্দ্দায়।**

গান

(১)

(সুদর্শনের গান)

মেঘের ডানায় ভেসে চলে সে
আবেশ মাখা কথা বলে সে
রুমঝুম বাজে তার মাতাল নূপুর
মাতালো আবেশে মোর সারাটা দুপুর
দুষ্টু সে, মিষ্টি সে
আমার তুলির সাথে যেন আড়ি তার
তুষার চূড়ায় বুঝি বাড়ী তার—।
শাওনের রঙে তার কুন্তল আঁকা
ইন্দ্রধনুর মতো ভুরু তার বাঁকা
মুখে তার মুক্তার হাসি ঝরে আর
পাহাড় খোদাই করা ভঙ্গিমা তার
তুষার চূড়ায় বুঝি বাড়ী তার—।
কাঞ্চনজঙ্ঘার রাজ্য হতে
হিমানী কন্যা বুঝি এলো ভোলাতে—
দুষ্টু সে, মিষ্টি সে
আমার তুলির সাথে যেন আড়ি তার
তুষার চূড়ায় বুঝি বাড়ী তার—।

—বটকৃষ্ণ দে

(২)

(শীলার গান)

ঘুম ঘুম পাহাড়ের
বন পাতা বাহারের
স্বপ্নের দেশে আজি মন চল্
মন চল চঞ্চল, উচ্ছল—।
দেবদারু পাইনের পাতায় পাতায়
বাতাস যে ঝিরিঝিরি সুর সেধে যায়
ঝরণার ঝিলিমিলি
আজি মোর সাথে মিলি
মিতালীর মায়া রঙে ঝলমল
চঞ্চল মন চল—।
কুয়াশার ওড়নায় শালবন সাজে বউ
পাহাড়ী ফুলের বুকে মৌমাছি খোঁজে মৌ
পাহাড়ের কানে কানে মেঘ কথা কয়
পাপিয়ার শিষটিতে মিষ্টি হৃদয়—
ঝরণার ঝিলিমিলি
আজি মোর সাথে মিলি
মিতালীর মায়া রঙে ঝলমল্
চঞ্চল মন চল।

—বটকৃষ্ণ দে

(৩)

(সুদর্শনের গান)

ওই পাহাড়ের ওপারেতে
মেঘের সাগর আছে—
রামধনু রঙ্ আঁচল ওড়ে
মায়ার পরী নাচে—
সেই দেশেরই পাগল হাওয়ায়
আমার চোখে জল ঝরে যায়—
মন চলে যায় স্বপ্ন ভেলায়—
নীল পরীদের কাছে।
তাদের চোখের চাউনি যেরে
বিজলী হ'য়ে ফোটে—
আচমকা এক বাতাস বয়ে
অঙ্গ সুবাস লোটে।
তাদের ঘিরে ঝর্ণা নদী—
ঘুঙুর বাজায় নিরবধি—
ভয় জাগে মোর সেথায় গেলে
যাই হারিয়ে পাছে।

—৺অজয় ভট্টাচার্য্য

(৪)

(শীলা ও সুদর্শনের গান)

মানস বনের আমরা যেন বলাকা দুটি—
মিলন আশায় এসেছি হেথায়
আকাশ পথে ছুটি ছুটি !

এ ছায়া ঘেরা মায়া ভরা নদী কুলে
দোঁহে মিলি স্বপন দিয়ে লইব তুলে
লতা পাতায় বন ছায়াতলে
মোদের সুখের ছোট কুঠি—।

জীবনে ফাগুন যাবে না চলি বিদায় লয়ে
ফুলের সুরভি উতলা বাতাসে আসিবে বয়ে
পূর্ণিমার চাঁদ দূর নভে রবে জাগি
সারারাতি ছড়ায়ে আলো মোদের লাগি
ফুলের মতো তুমি আর আমি
একটি শাখায় রব ফুটি !

—চারু মুখোপাধ্যায়

(ঝর্ণার গান)

আজ নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ
মিতালীর গান গায় গো
মোর এইটুকু মনে এত ভালবাসা
কেমনে ধরিব হায় গো ।
পথিক হৃদয় কস্তুরী ঘ্রাণে
উতল স্বপ্নে বিহ্বল মনে
নীরব প্রেমের রামধনু রঙে
কারে যে সাজাতে চায় গো ॥
এক অন্ধ মরালী কি যে তিয়াশায়
পদ্ম মৃণাল খোঁজে
ফাগুন আসিবে কবে, এই কথা
ভ্রমরী শুধায় ওযে—
কাজল মেঘের শ্যাম অঞ্চলে
মায়া ময়ূরীর মিতা মন চলে
নদী করে তার শেষ নিবেদন
তীর্থ সাগর পায় গো— ॥

—বটকৃষ্ণ দে

ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে
আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং
হাউস্‌টোন্ অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক—
ডোমিনিয়ন ফিলম ডিষ্ট্রীবিউটার্স
১৭৯।১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

Published by Dominion Film Distributors and Printed at Prosanna Printing Press.
26, Bose Para Lane, Baghbazar, Calcutta.

মূল্য দুই আনা